ইসলামী শরী'আতে
ঋণের বিধান

আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ

ইসলামী শরীআ'তে ঋণের বিধান

আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

৫. ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব গ্রহণের আগ পর্যন্ত রাসূল (ছাঃ) জানাযা পড়তেন না ৫৯
৬. ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি কবরের আযাবের সম্মুখীন হবে ৬০
৭. ঋণখেলাপিরা সাবধান ৬১

ঋণ থেকে বাঁচার উপায় ৬২
১. সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করা এবং তাঁর উপর ভরসা করা ৬২
২. আল্লাহ্র নে'মতের শুকরিয়া আদায় করা ৬৪
৩. ক্ষমাপ্রার্থনা ও তওবা করা ৬৫
৪. অপচয় রোধ করা ৬৭
৫. পার্থিব আশা-আকাঙ্খা হ্রাস করা ৬৯
৬. আয় অনুযায়ী ব্যয় করা ৭০
৭. অল্পে তুষ্ট থাকা ৭১
৮. উঁচু শ্রেণীর লোকদের দিকে না তাকানো ৭২
৯. বেশী বেশী দান-ছাদাক্বাহ করা ৭৪
১০. ঋণ থেকে আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাওয়া ৭৬

ঋণ সম্পর্কিত বিবিধ মাসায়েল ৭৯
১. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির যাকাতের হুকুম ৭৯
২. প্রদানকৃত ঋণের যাকাত ৮০
৩. ঋণ রেখে মারা গেলে করণীয় ৮০
৪. যাকাতের টাকা দিয়ে পিতা-মাতার ঋণ পরিশোধের বিধান ৮১
৫. ঋণগ্রস্ত সন্তানের জন্য পিতার করণীয় ৮১
৬. ঋণগ্রস্ত অবস্থায় কুরবানীর বিধান ৮২
৭. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির যাকাতুল ফিৎর ৮৩
৮. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির হজ্জের বিধান ৮৪
৯. যাকাতের অর্থ সূদমুক্ত ঋণ প্রকল্পে ব্যয় করার বিধান ৮৫
১০. পাওনার টাকা যাকাত থেকে কেটে নেওয়ার বিধান ৮৫
১১. যাকাতের টাকা দিয়ে ঋণ পরিশোধ না করে ঋণগ্রস্তের ব্যবসা করার বিধান ৮৬

উপসংহার ৮৭

প্রকাশকের নিবেদন

মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে ঋণ বা কর্য একটি গুরুত্বপূর্ণ লেনদেন। জীবনে একবারও ঋণ গ্রহণ বা প্রদান করতে হয়নি এমন মানুষ মেলা ভার। অধুনা বিশ্বঅর্থনীতি ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা মূলতঃ পরিচালিত হচ্ছে ঋণের আদান-প্রদানের মাধ্যমেই। আর এর সাথেই জড়িত রয়েছে সূদভিত্তিক অর্থনীতির গভীর সংযোগ, যা ধনীকে আরো ধনী করছে এবং গরীবকে শোষণে শোষণে নিষ্পিষ্ট করছে। ঋণের সাড়াশী ফাঁদে আটকে পড়ে প্রতিনিয়ত নিঃস্ব হচ্ছে বহু মানুষ।

ইসলামী শরী'আতে ঋণ একটি বৈধ লেনদেন। কিন্তু এর সুস্পষ্ট কিছু বিধি-বিধান রয়েছে, যা অনুসরণ করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য যরূরী। এসকল বিধি-বিধান যদি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়, তাহলে তা মানুষের জন্য শুধু কল্যাণের দুয়ারই খুলে দেবে না, বরং সূদের মত নিকৃষ্ট প্রথার করাল গ্রাস থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে এবং সমাজে শান্তির সুবাতাস বইবে। কেননা ঋণের এই লেনদেনকে ইসলাম সম্পূর্ণ রূপে একটি মানবহিতৈষী কর্ম হিসাবে দেখেছে। যাতে মানুষ পরস্পরের বিপদে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসতে পারে এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় ঋণ প্রদানে ইসলামী শরী'আহ নির্ধারিত নীতিমালা অনুসৃত হয় না বলে বহু সমস্যার জন্ম হয়। আবার ঋণ পরিশোধ না করার ভয়াবহতা সম্পর্কে অবগত না থাকার কারণে মানুষ অযথাই তালবাহানা করে ঋণ পরিশোধে বিলম্ব করে। ফলে শেষ পর্যন্ত এতে আত্মীয়তা বা বন্ধুত্বের মত স্থায়ী সম্পর্ক সহজেই বিনষ্ট হয়। সর্বোপরি সাধারণ মুসলমানদের অধিকাংশই জানে না যে, ইসলামী শরী'আতে ঋণ প্রদান ও পরিশোধের কী বিধান রয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, ঢাকা দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার সভাপতি এবং আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহীর প্রাক্তন ছাত্র হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ ইসলামী শরী'আতে ঋণের বিধান সম্পর্কে বইটি রচনা করেছেন। ইতিপূর্বে মাসিক **'আত-তাহরীক'**-য়ে ধারাবাহিকভাবে *(মার্চ-মে'২০)* সংক্ষিপ্ত পরিসরে এটি প্রকাশিত হয়েছে। অতঃপর সমাজের প্রয়োজন ও পাঠকদের চাহিদা বিবেচনায় লেখক ও গবেষণা বিভাগ কর্তৃক সংশোধন ও পরিমার্জনার পর এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হ'তে যাচ্ছে। *ফালিল্লাহিল হামদ*।

পরিশেষে সুলিখিত এই বইটির রচয়িতার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সাথে সাথে প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সকলকে উত্তম প্রতিদান দিন এবং আমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টাকে কবুল করুন- আমীন!!

সচিব
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

بسم الله الرحمٰن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الإنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

ভূমিকা

মানুষ সামাজিক জীব। সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে আসছে। আর এই সামাজিকতার এক অনস্বীকার্য বাস্তবতা হ'ল কোন মানুষ সর্বদা নিজের সকল প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম হয় না। এজন্যই বিভিন্ন উপায় বা লেনদেনের মাধ্যমে মানুষ একে অপরকে সহযোগিতা করে থাকে। আর এরূপ পারস্পরিক সহযোগিতার একটি বড় মাধ্যম হচ্ছে ঋণ। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। কেননা এতে মুখাপেক্ষীদের প্রয়োজন পূরণ এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহের ব্যবস্থা রয়েছে। আর সে কারণেই মানব জীবনের পথচলায় ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ করা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। ইসলাম এ বিষয়ে মানুষকে উৎকৃষ্ট পদ্ধতি ও দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। মহান আল্লাহ মানবজাতিকে ঋণ গ্রহণ করার যেমন অনুমতি দিয়েছেন, তেমনি যথাসময়ে সেই ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে কঠোর নির্দেশ প্রদান করেছেন। জীবনের বাঁকে-বাঁকে যেহেতু মানুষ ঋণের সাথে জড়িত থাকে, সেহেতু ঋণের ক্ষেত্রে ইসলামী শরী'আতের দিক-নির্দেশনা ও বিধি-বিধান সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা আবশ্যক। তাছাড়া ঋণের ভয়াবহতার ব্যাপারে সম্যক ধারণা না থাকার কারণে মানুষ ঋণকে হালকা চোখে দেখে, যা পরকালীন জীবনের জন্য হুমকি স্বরূপ।

ঋণের পরিচয় :

ঋণের আরবী প্রতিশব্দ হল- قَرْضٌ ও دَيْنٌ। قَرْض শব্দটি বাংলা ভাষায় 'কর্য' নামে পরিচিত। তবে কর্য (قَرْض) শব্দের তুলনায় দায়েন (دَيْنٌ) ব্যাপক অর্থবোধক। অর্থাৎ কর্য কেবল আর্থিক বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট, আর দায়েন আর্থিক ও বস্তুগত সকল বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। বাংলাতে ঋণের আরো কয়েকটি প্রতিশব্দ হচ্ছে দেনা, ধার, হাওলাত ইত্যাদি। ইংরেজীতে Loan, Debt, Liability, Debit প্রভৃতি শব্দাবলী ঋণ বা দেনা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

শরী'আতের পরিভাষায় دَفْعُ مَالٍ إِرْفَاقًا لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيَرُدُّ بَدَلَهُ 'ঋণ হ'ল সহযোগিতার জন্য অপরকে মাল প্রদান করা, যেন গ্রহীতা এর দ্বারা উপকৃত হয় এবং দাতাকে সেই মাল কিংবা তার অনুরূপ ফেরত দেয়'।[১] তথা 'আল্লাহ্র নিকট ছওয়াবের আশায় কাউকে কিছু সম্পদ প্রদান করা। চাই উপকৃত হয়ে ঋণগ্রহীতা তার বদলা দিক বা না দিক'।[২]

ঋণ প্রদানকে ইসলামী পরিভাষায় 'কর্যে হাসানা' বলা হয়। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আশায়, ছওয়াবের নিয়তে বিনা শর্তে কাউকে কোন কিছু ঋণ দিলে তাকে 'কর্যে হাসানা' বা উত্তম ঋণ বলা হয়। এতে মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতে উপকৃত হয়। পারস্পরিক ভালবাসা বৃদ্ধি পায় এবং সামাজিক ঐক্য সুদৃঢ় হয়।

আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাপনায় কর্যে হাসানার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। মহান আল্লাহ বলেন, مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ– 'কোন সে ব্যক্তি যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিবে, অতঃপর তিনি তার বিনিময়ে তাকে বহুগুণ বেশী প্রদান করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ই রূযী সংকুচিত করেন ও প্রশস্ত করেন। আর তাঁরই

১. আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ, ৩৩/১১১ পৃ.।
২. মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী, মুখতাছার আল-ফিক্বহিল আল-ইসলামী (সঊদী আরব: দারু আছদাইল মুজতামা', ১১তম সংস্করণ, ১৪৩১হি./২০১০খ্রি.) পৃ. ৭৩১।

দিকে তোমরা ফিরে যাবে' *(বাক্বারাহ ২/২৪৫)*। অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ– 'নিশ্চয় দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী এবং যারা আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দেয়, তাদেরকে দেওয়া হবে বহুগুণ বেশী। আর তাদের জন্যে রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার' *(হাদীদ ৫৭/১৮)*। এখানে আল্লাহকে ঋণ দেওয়া অর্থ আল্লাহ্র পথে দান করা এবং আল্লাহ্র বান্দাকে কর্য দেওয়া উভয় মর্ম বহন করে। কেননা হাদীছে কুদসীতে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ বলেন, اسْتَقْرَضْتُ عَبْدِي فَلَمْ يُقْرِضْنِي। 'আমি আমার বান্দার কাছে ঋণ চেয়েছিলাম, কিন্তু সে আমাকে ঋণ দেয়নি'।[৩] এতে বুঝা যায় যে, ইসলাম মানুষের নৈতিক ও আর্থিক দু'দিকেরই উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথ দেখিয়েছে।

ঋণের শারঈ বিধান

ইসলামে ঋণ আদান-প্রদান করা বৈধ। যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত। কেননা রাসূল (ছাঃ) প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করেছেন,[৪] ঋণ থেকে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চেয়েছেন[৫] এবং তাঁর উম্মতকে ঋণ মুক্তির দো'আ শিখিয়েছেন।[৬] এমনকি রাসূল (ছাঃ) অমুসলিমের কাছ থেকেও ঋণ গ্রহণ করেছেন[৭]। সুতরাং ইসলাম মুসলমানদেরকে বিপদে-আপদে এবং বিভিন্ন প্রয়োজনে অপরের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করার অনুমতি প্রদান করেছে। সঙ্গে সঙ্গে সঠিক সময়ে তা পরিশোধ করার বিষয়েও কঠোর নির্দেশনা প্রদান করেছে। তবে অবস্থা ভেদে ঋণ আদান-প্রদানের বিধান বিভিন্ন রকম হ'তে পারে।

ঋণ প্রদানের বিধান : ঋণ দান করা মহৎ কাজের অন্তর্ভুক্ত। কোন লাভের আশা ব্যতিরেকে কাউকে সহযোগিতার জন্য ঋণ প্রদান করা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি

৩. আহমাদ হা/১০৫৭৮, ৭৯৮৮, সনদ হাসান।
৪. বুখারী হা/২৩০৬,২৩৯৪; মিশকাত হা/২৯০৬, ২৯২৬।
৫. বুখারী হা/৬৩৬৯,২৩৭৯; মুসলিম হা/৫৮৯।
৬. তিরমিযী হা/৩৫৬৩; মিশকাত হা/২৪৪৯; সনদ হাসান।
৭. বুখারী হা/২০৬৮; মুসলিম হা/১৬০৩; মিশকাত হা/১৮৮৪।

অর্জনের অন্যতম মাধ্যম। মূলত ঋণ দানের বিধান হল, এটি বৈধ ও মুস্তাহাব।[৮] তবে যারা প্রয়োজনের সময় ঋণ দান করা থেকে বিরত থাকে, পবিত্র কুরআনে তাদেরকে ভর্ৎসনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ– 'অতঃপর দুর্ভোগ ঐসব মুছল্লীদের জন্য, যারা তাদের ছালাত থেকে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে এবং নিত্য ব্যবহার্য বস্তু দানে বিরত থাকে' *(মা'ঊন ১০৭/৪-৭)*। আলোচ্য আয়াতে নিত্য ব্যবহার্য বস্তু বলতে হাড়ি-পাতিল, দা-কোদাল, দাঁড়িপাল্লা, বালতি বা তার চেয়েও ছোট-খাট নিত্য প্রয়োজনীয় গৃহস্থালীর জিনিসকে বুঝানো হয়েছে।[৯]

তবে অবস্থা ও পরিবেশের প্রেক্ষিতে ঋণ প্রদানের বিধান ওয়াজিব, মাকরূহ, হারাম ও মুবাহ হ'তে পারে। যেমন- ঋণগ্রহীতা যদি নিরূপায় হয়ে পড়ে এবং ঋনদাতা সচ্ছল থাকে, তাহ'লে এই অবস্থাতে তাকে ঋণ প্রদান করা ওয়াজিব। যদি ঋণদাতা জানে অথবা প্রবল ধারণা থাকে যে, ঋণদাতা ঋণের সম্পদ অন্যায় ও শরী'আত বিরোধী কাজে ব্যয় করবে, সেক্ষেত্রে ঋণপ্রদান অবস্থা অনুযায়ী হারাম অথবা মাকরূহ হবে। আর যদি কেউ অভাবের কারণে নয়; বরং ব্যবসায়ে বিনিয়োগের জন্য ঋণ চায়, তাহ'লে তাকে ঋণ প্রদান করা মুবাহ। যেহেতু তা শরী'আতের চাহিদা অনুযায়ী কারো বিপদ দূর করার মধ্যে পড়ে না, তাই সেক্ষেত্রে ধার দেওয়া ওয়াজিব হবে না'।[১০]

ঋণ গ্রহণের বিধান : উছূলে ফিক্বহের একটি মূলনীতি হ'ল- أَنَّ مَنْ أُبِيحَ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ أُبِيحَ لَهُ طَلَبُهُ وَمَنْ لاَ فَلاَ– 'যে বস্তু গ্রহণ করা বৈধ, তা চাওয়াও বৈধ। তেমনি কোন জিনিস গ্রহণ করা অবৈধ হ'লে তা চাওয়াও অবৈধ'।[১১] সুতরাং ঋণ গ্রহণের বিধান তা প্রদান করার মতই। এজন্য অবস্থাভেদে ঋণ গ্রহণের

৮. আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ৩৩/১১২-১৩।
৯. ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (তাফসীর ইবনে কাছীর), (রিয়াদ: দারুত তাইয়িবাহ, ২য় প্রকাশ, ১৪২০হি./১৯৯৯খ্রি.), ৮/৪৯৬-৪৯৭।
১০. ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ৬/৪২৯; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত ২/২২৫; কাশ্শাফুল কিনা' ৩/২৯৯; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়্যাহ ৩৩/১১২-১৩।
১১. আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ৪/১৫-১৬।